পালি-সাহিত্যের আলোকে পালি ভাষার নামকরণ, 'পালি' শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং অর্থ -সমীক্ষা

ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া*

The Language of Theravada Buddhist literature is known as Pali. The Theravada literature is also known as Pali literature. Tripitaka, the sacred book of the Buddhists, is the oldest among the books that written in this language. After the Tripitaka, Nettipakarana, Petakopadesa and Milindapanha were written in this language, which are regarded as the paracanonical texts of Pali literature. But in these books, this language is not mentioned as Pali. Moreover, no name is found for this language in the books cited above. Even, the very word `Pali' is not found in these books. The word `Pali' is found in the commentary books that were written in the fifth century A.D. and other books that were written between the fifth century A.D. and 13th century A.D. In these books, however, the word `Pali' is used to denote the Tripitaka Texts and here `Pali' does not denote the name of any language. Besides, scholars are not unanimious as to the meaning and origin of the word `Pali'. So, when and how the language of Theravada Buddhist literature became known as `Pali' and the debate as to the origin and meaning of the word `Pali' – has been discussed with the help of books of Pali literature, in this article. The article also tries to find a solution to this conundrum.

ভূমিকা

থেরবাদী বৌদ্ধদের পবিত্র এবং মূল ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক যে ভাষায় রচিত তা 'পালি ভাষা' নামে পরিচিত। ত্রিপিটকের পর এ ভাষায় *নেত্তিপকরণ*, *পেটকোপদেস* এবং *মিলিন্দপণহ্* প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ রচিত হয়। উপর্যুক্ত গ্রন্থসমূহ পিটক বর্হিভূত মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। অতঃপর, কালক্রমে এ ভাষায় অট্ঠকথা বা ভাষ্য, টীকা, অনুটীকা, বংসসাহিত্য বা ঐতিহাসিক ঐতিহ্য, কাব্য, ব্যাকরণ, শব্দকোষ এবং সারসংক্ষেপ জাতীয় গ্রন্থ রচিত হলে পালি ভাষায় রচিত সাহিত্যের পরিধি বিস্তৃত হয় এবং এ ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ থেরবাদী বৌদ্ধ-সাহিত্য বা পালি-সাহিত্য নামে পরিচিতি লাভ করে। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে পালি ভাষা মধ্য-ভারতীয় আর্য-ভাষার অন্তর্গত। এ ভাষার বর্ণমালার সন্ধান এখানো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।[১] পালি-সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আলোচ্য ভাষায় রচিত গ্রন্থের মধ্যে থেরবাদী বৌদ্ধদের ধর্মীয় গ্রন্থ ত্রিপিটক সর্বপ্রাচীন। কিন্তু ত্রিপিটকের কোথাও আলোচ্য ভাষাটি 'পালি' বা 'পালি ভাষা' নামে উল্লেখ হয়নি। তাছাড়া ভাষাটির কোন নামও ত্রিপিটকে উল্লেখ পাওয়া যায় না। পিটকোত্তর এবং অট্ঠকথার পূর্ববর্তী সময়ে রচিত মৌলিক

* সহযোগী অধ্যাপক, পালি এ্যান্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থসমূহেও এ ভাষাটির কোন নাম পাওয়া যায় না এবং ভাষাটির নাম নির্দেশের জন্যও 'পালি' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের দিকে রচিত অট্ঠকথা-সাহিত্যে এবং খ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যে রচিত গ্রন্থসমূহে 'পালি' শব্দের উল্লেখ পাওয়া গেলেও তা দ্বারা কোন ভাষার নাম নির্দেশ করা হয়নি। ফলে আলোচ্য ভাষাটির 'পালি' বা 'পালি ভাষা' নামকরণ খুব একটা প্রাচীন বলে মনে হয় না। তাছাড়া, 'পালি' শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং অর্থ প্রসঙ্গেও বিতর্ক লক্ষ করা যায়। পালি-সাহিত্যের বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনাপূর্বক আলোচ্য ভাষাটি কিভাবে 'পালি' বা 'পালি ভাষা' নামে পরিচিতি লাভ করে তা নির্ণয় এবং 'পালি' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ বিষয়ে ঘনীভূত বিতর্ক নিরসন প্রচেষ্টাই এ প্রবন্ধ রচনার মুখ্য অভিপ্রায়।

পালি – নামকরণ সমীক্ষা

খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের দিকে পালি ভাষায় রচিত অট্ঠকথা বা ভাষ্য সাহিত্যে 'পালি' শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ত্রিপিটকের বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করেই অট্ঠকথা সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। বিশেষত, ত্রিপিটকে বর্ণিত বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের জটিল বিষয়সমূহের সহজ-সরল ব্যাখ্যাস্বরূপ এক শ্রেণীর সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি হয় যা পালি সাহিত্যের ইতিহাসে অট্ঠকথা নামে পরিচিত। অট্ঠকথার অর্থ হচ্ছে অর্থকথা বা ভাষ্য, ইংরেজিতে বলা হয় commentary। ত্রিপিটকের বিষয়বস্তু বা বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন নিয়ে রচিত হলেও অট্ঠকথাসমূহ ত্রিপিটকের অন্তর্গত নয়, ত্রিপিটক বর্হিভূত স্বতন্ত্র ধারার এক শ্রেণীর সাহিত্যকর্ম। ত্রিপিটকের বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত অট্ঠকথাসমূহ মৌলিক অট্ঠকথা নামে পরিচিত। বুদ্ধঘোষ, বুদ্ধদত্ত, ধর্মপাল, উপসেন এবং মহানাম প্রমুখ পণ্ডিত তথাকথিত সিংহলি অট্ঠকথার আলোকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের দিকে পালি ভাষায় মৌলিক অট্ঠকথাসমূহ রচনা করেন। পরবর্তীকালে ত্রিপিটক বর্হিভূত বিষয়বস্তু আশ্রয় করে অট্ঠকথা রচিত হলে এ সাহিত্যের পরিধি বিস্তৃতি লাভ করে এবং স্বতন্ত্র ধারার সাহিত্য মর্যদায় প্রতিষ্ঠিত হয়।[২] অট্ঠকথা সাহিত্যে 'পালি' শব্দের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তার দ্বারা ত্রিপিটক এবং অট্ঠকথা দুটি পৃথক এবং স্বতন্ত্র ধারার সাহিত্যকর্ম নির্দেশ করা হয়েছে। বিশেষত অট্ঠকথা সাহিত্যের বিপরীতে ত্রিপিটক সাহিত্যকে আলাদাভাবে নির্দেশ করতেই প্রথম 'পালি' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। যেমন, দীর্ঘনিকায়ের অট্ঠকথা *সুমঙ্গলবিলাসিনী* [৩] গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়ে নিম্নরূপ উল্লেখ আছে :

'তং নে'ব পালিয়ং ন অট্ঠকথায়ং দিস্সতি' অর্থাৎ তা পালি (তা ত্রিপিটক বা অট্ঠকথায় দেখা যায় না)।

'পালি চ অট্ঠকথা চ' অর্থাৎ পালি (ত্রিপিটক) এবং অট্ঠকথা।

'পালি বা অট্ঠকথা বা' অর্থাৎ পালি (ত্রিপিটক) বা অট্ঠকথা।

অঙ্গুত্তরনিকায়ের অট্ঠকথা *মনোরথপূরণী* [৪] গ্রন্থে 'পালি' শব্দের নিম্নরূপ প্রয়োগ দেখা যায় :

'অট্ঠকথাঞ্চ পালিঞ্চ' অর্থাৎ অট্ঠকথা এবং পালি (ত্রিপিটক)।

বিভঙ্গ অট্ঠকথা *সম্মোহবিনোদনী* [৫] গ্রন্থে 'পালি' শব্দের উল্লেখ আছে এভাবে :

'সাট্ঠকথা-পালিয়া' অর্থাৎ অট্ঠকথাসহ পালি (ত্রিপিটক)।

ধম্মপদট্ঠকথায় [৬] আলোচ্য বিষয়ে নিম্নরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় :

'সাট্ঠকথানি তীনি পিটকানি' অর্থাৎ অট্ঠকথাসহ ত্রিপিটক।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনা থেকে দেখা যায়, অট্ঠকথা সাহিত্যে 'পালি' শব্দের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা অট্ঠকথা সাহিত্যের বিপরীতে ত্রিপিটক সাহিত্যকে নির্দেশ করতেই প্রযুক্ত হয়েছে। অট্ঠকথা সাহিত্যে উল্লিখিত 'পালি' শব্দের দ্বারা কোন ভাষার নাম বোঝানো হয়নি।

অট্ঠকথা সাহিত্যের পর 'পালি' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের দিকে সিংহলি পণ্ডিত মোগ্গল্লান রচিত *অভিধানপ্প-দীপিকা* গ্রন্থে । পালি ভাষায় রচিত শব্দকোষ বা পরিভাষা জাতীয় এ গ্রন্থটি সংস্কৃত *অমরকোষ* গ্রন্থের আদলে রচিত। *অভিধানপ্প-দীপিকা*'-ই প্রথম গ্রন্থ যাতে 'পালি' শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং প্রতিশব্দ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। এ গ্রন্থ মতে, " পালি পা রক্খণে, লি; রক্খতিতি, পালি পালীতি একচ্ছ। তন্তি, বুদ্ধবচনং, পন্তি, পালি।"[৭]

অভিধানপ্প-দীপিকা'র উপর্যুক্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, √পা ধাতুর সঙ্গে 'লি' যুক্ত হয়ে 'পালি' শব্দের উৎপত্তি হয়। √পা ধাতুর অর্থ পালন, রক্ষা বা সংরক্ষণ করা। বুদ্ধবচন বা ত্রিপিটকের শব্দ ও অর্থ বা ভাব পালন বা রক্ষা করে বলে 'পালি'।

অভিধানপ্প-দীপিকা'-র উপর্যুক্ত তথ্য আরো সাক্ষ্য দেয় যে, পালি, তন্তি, পন্তি এবং বুদ্ধবচন প্রভৃতি শব্দ অভিন্ন অর্থবোধক এবং সমার্থকবাচক। বুদ্ধবাণীসমূহ ত্রিপিটকে সংরক্ষিত হওয়ায় ত্রিপিটক বুদ্ধবচন হিসেবেও খ্যাত। অতএব, বলা যায়, খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকেও 'পালি' শব্দ দ্বারা বুদ্ধবচনা বা ত্রিপিটক বোঝানো হলেও এর দ্বারা কোন ভাষার নাম নির্দেশ করা হয়নি।

উপর্যুক্ত গ্রন্থের পর 'পালি' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় সিংহলি ঐতিহাসিক ঐতিহ্য হিসেবে খ্যাত এবং পালি ভাষায় রচিত *চূল্লবংস* গ্রন্থে। গ্রন্থটি মহাবংসের ধারাবাহিকতা (continuation) হিসেবে বিভিন্ন লেখক কর্তৃক রচিত। এ গ্রন্থের ছরাজক পরিচ্ছেদ নামক ৩৭তম অধ্যায়ে বুদ্ধঘোষ সম্পর্কিত আলোচনায় 'পালি' শব্দের উল্লেখ আছে। এ অংশ ত্রয়োদশ শতকে ধর্মকীর্তি থের রচনা করেন। বুদ্ধঘোষ রেবত থের-র নিকট দীক্ষার পর *ঞানোদয়*, *অত্থসালিনী* এবং *পরিত্তট্ঠকথা* প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করলে রেবত থের বুদ্ধঘোষকে অট্ঠকথা রচনার জন্য সিংহলে গমনের নির্দেশ দেন। সিংহল গমনের কারণস্বরূপ তিনি যে উক্তি করেন তাতে 'পালি' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। নিম্নে *চূল্লবংস* [৮] গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক তথ্য উপস্থাপন করা হলো :

'পালিমত্তং ইধ আনীতং, নত্থি অট্ঠকথা ইধ
তথাচরিয়বাদা চ ভিন্নরূপা ন বিজ্জরে।
সিহলট্ঠকথা সুদ্ধা মহিন্দেন মতিমতা
সঙ্গীতিত্তয়ং আরুল্হং সম্মাসম্বুদ্ধ দেসিতং।
সারিপুত্তাদিগীতঞ্চ কথামগ্গং সমোক্খিয়া
কতা সিংহল ভাসায় সিহলেসু পবত্ততি।
তং তত্থ গন্ত্বা সুত্বা তং মাগধানং নিরুত্তিয়া
পরিবত্তেহ, সা হোতি সব্বলোকহিতাবহ।

অর্থাৎ "পালিমত (ত্রিপিটক) এখানে (জম্বুদ্বীপে) আনা হয়েছে, অট্ঠকথা এখানে নেই। আচরিয়বাদ এবং অন্যান্য মতবাদও এখানে দেখা যায় না (পাওয়া যায় না)। সিংহলি অট্ঠকথা শুদ্ধ, বুদ্ধ দেশিত এবং সারিপুত্র প্রমুখ আচার্য দ্বারা ব্যাখ্যাকৃত, তিনটি সঙ্গীতিতে আবৃত এবং মহিন্দ থের কৃর্তক সিংহলি ভাষায় অনূদিত। তুমি সিংহলে গিয়ে তা অধ্যয়ন করে মাগধী ভাষায় পরিবর্তন করো, তাহলে জগতের মহাকল্যাণ হবে।"

এ তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, *চূল্লবংস* গ্রন্থে অট্ঠকথা এবং আচরিয়বাদের বিপরীতে ত্রিপিটক সাহিত্যকে নির্দেশ করতেই 'পালি' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। এ গ্রন্থেও 'পালি' শব্দ দ্বারা কোন ভাষার নাম বা ত্রিপিটকের ভাষাকে নির্দেশ করা হয়নি। *চূল্লবংসের* পর পালি ভাষায় রচিত*সদ্ধম্ম-সংগহ* [৯] গ্রন্থেও অনুরূপ তথ্য পাওয়া যায়। সদ্ধম্ম-সংগহ গ্রন্থটি খ্রিস্টীয় চর্তুদশ শতকের দিকে রচিত।

বলা যায়, খ্রিস্টীয় চৌদ্দশ শতক পর্যন্ত 'পালি' শব্দটি ত্রিপিটক বা মূল ধর্মগ্রন্থ বোঝাতেই প্রযুক্ত হয়েছে এবং তখনো ত্রিপিটক বা থেরবাদী বৌদ্ধসাহিত্যের ভাষা 'পালি ভাষা' নামে অভিহিত হয়নি। [১০]

ইউরোপীয় সমাজে থেরবাদী বৌদ্ধ সাহিত্যের ভাষা 'পালি ভাষা' হিসেবে প্রথম উল্লেখ করেন সিমন ডে ল লউবেরে (Simon de La Loubere)। তিনি ১৬৮৭ -৮৮ খ্রিস্টাব্দে চর্তুদশ লুই-এর দূত হিসেবে থাইল্যাণ্ড গমন করেন এবং ১৬৯১ খ্রিস্টাব্দে *The Kingdom of Siam* গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজিতে অনূদিত হয়। এ গ্রন্থে সিমন ডে লউবেরে বলেন, "থাই ভাষার বিপরীতে পালি ভাষা ছিল একস্বরবিশিষ্ট ভাষা। পালি এবং সংস্কৃত ভাষায় সপ্তাহের নামগুলো অভিন্ন। তিনি আরো বলেন, "আমি বলতে শুনেছি যে কোরোমণ্ডলের নিকটবর্তী কথ্য ভাষা এবং পালি ভাষার মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য রয়েছে।" [১১]

সিমন ডে ল লউবেরের অভিমত পর্যালোচনা করে বলা যায়, সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে থেরবাদী সাহিত্যের ভাষা বোঝাতে থাইল্যাণ্ডে 'পালি' শব্দ ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। সপ্তদশ শতকের শেষদিকে প্রথম ভাষাটিকে 'পালি ভাষা' নামে লিখিতভাবে উল্লেখ করা হয়।

বি. ক্লগ (B. Clough) ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থে থেরবাদী বৌদ্ধ সাহিত্যের ভাষাকে 'পালি ভাষা' নামে অভিহিত করেছেন।[১২] ই. বার্নফ এবং সি. লাস্সেন (E. Burnouf and Chr. Lassen) ১৮২৬ সালে রচিত পালি ব্যাকরণ সম্পর্কিত প্রবন্ধে আলোচ্য ভাষাটি 'পালি' নামে উল্লেখ করেন।[১৩] তবে ই. বার্নফ-এর মতে ইউরোপীয় সমাজে ভাষাটি প্রথম পালি নামে অভিহিত করেন সিমন ডে ল লউবেরে।[১৪] আর. সি. চাইল্ডার্সের (Robert Ceaser Childers) [১৫] মতে, 'পালি ভাষা' নামটি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সিংহলিদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন। সিংহলিরা থেরবাদী বৌদ্ধসাহিত্যের ভাষা বোঝাতে 'পালি' শব্দের প্রয়োগ করতেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও অভিন্ন অর্থে পালি শব্দটি ব্যবহার করে আসছে। সি. এইচ. বি. রেয়নল্ডস (C. H. B. Reynolds) এর মতে, সিংহলের সজ্ঘরাজসাধুচরিয়ায় (১৭০১ শকাব্দে বা ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে) প্রথম সিংহলে থেরবাদী বৌদ্ধ সাহিত্যের ভাষাকে 'পালি ভাষা' নামে উল্লেখ করেন।[১৬] ইউরোপীয় সমাজে ত্রিপিটকের ইংরেজি নামকরণ করা হয়েছে Pali Canon।

পালি ভাষায় রচিত ঐতিহাসিক ঐতিহ্যসমূহের মধ্যে বার্মার ঐতিহাসিক ঐতিহ্য হিসেবে খ্যাত *সাসনবংস* গ্রন্থই প্রথম থেরবাদী বৌদ্ধ সাহিত্যের ভাষাকে সরাসরি 'পালি ভাষা' নামে আখ্যায়িত করে। এ গ্রন্থে বুদ্ধঘোষ সম্পর্কিত আলোচনায় 'পালি ভাষা'-নামকরণটি উল্লেখ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে *সাসনবংস* গ্রন্থের তথ্য নিম্নরূপ :

> তথা পি বুদ্ধঘোসথেরস্স সীহলদীপং গন্ত্বা পিটকত্তয়স্স লিখনং অট্ঠকথানঞ্চ করণং এব পমাণং তি মনোকিলিত্তং ন উপ্পাদেতব্বং তি বুদ্ধঘোসথেরো পিটকত্তয়ং লিখিত্বা জম্বুদীপং পচ্চাগমাসি।
> ইচ্ছেবং *পালিভাসায়* পরিয়ত্তিং পরিবত্তিত্বা পচ্ছা আচরিয়পরম্পরসিস্সানুসিস্সবসেহি সিংহলদীপে জিনচক্কং মঞ্জুন্তিকংসুমালী বিয় অতিদিব্বতি।[১৭]

অর্থাৎ অতঃপর, বুদ্ধঘোষ থেরর সিংহলদ্বীপে গিয়ে ত্রিপিটক লিখন এবং অট্ঠকথা সংকলনই করেন। এ বিষয়ে মনে সংশয় উৎপাদন অনুচিত। বুদ্ধঘোষ থের পিটকত্রয় লিখে পরে জম্বুদ্বীপে ফিরে এসেছিলেন।

এভাবে বুদ্ধবচন (পরিয়ত্তি) *পালি ভাষায়* পরিবর্তিত হয়, পরবর্তীতে আচার্যপরম্পরায় এবং শিষ্য-প্রশিষ্য অনুসারে সিংহল দ্বীপে জিনচক্র বা বুদ্ধশাসন মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় প্রোজ্জ্বল হয়।

সাসনবংসে পালি ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ ক্রমান্বয়ে রচয়িতার নামসহ উল্লেখ এবং এ ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ প্রথম পালি সাহিত্য হিসেবেও অভিহিত করা হয়। এ-প্রসঙ্গে সাসনবংস [১৮] গ্রন্থের সাক্ষ্য নিম্নরূপ:

> "এতে চ পালিমুত্তকবসেন বুত্তত্তা গন্ধন্তরা তি বুচ্ছতি।"

অর্থাৎ এভাবে পালি-গ্রন্থ অনুসারে বর্ণিত হওয়ায় এগ্রলো গ্রন্থান্তর নামে কথিত হয়।

সাসনবংস ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে বার্মার ভিক্ষু প্রজ্ঞাস্বামী স্থবির কর্তৃক রচিত হয়। কিন্তু *সাসনবংসে* কেন ভাষাটির 'পালি ভাষা' নামকরণ করা হয়েছে তার পক্ষে কোন যুক্তি বা কারণ উপস্থাপন করা হয়নি। *সাসনবংস* প্রাচীন বর্মি ঐতিহ্যমূলক গ্রন্থের ভিত্তিতে রচিত।[১৯] ফলে ধারণা করা যায়, ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে রচিত *সাসনবংস* -এর আগেই বার্মায় ভাষাটি 'পালি' বা 'পালি ভাষা' নামে অভিহিত করা হয়। কে. আর. নরমানের (K. R. Norman) মতে, বার্মা, থাইল্যাণ্ড এবং সিংহল – এই তিনটি দেশে স্বতন্ত্রভাবে ভাষাটি 'পালি ভাষা' নামে অভিহিত হয়ে থাকবে।[২০]

নগেন্দ্রনাথ বসুর [২১] *বাংলা বিশ্বকোষ* গ্রন্থে পালি ভাষার নামকরণ সম্পর্কে একটি তথ্য পাওয়া যায়। এই তথ্য মতে, মগধের প্রাচীন নাম পালাশ, এ পালাশ প্রদেশের ভাষাই পালি ভাষা। এটা কার অভিমত এবং এ নামকরণ কে কখন করেন সে সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথবসু কিছুই বলেননি। যাঁর অভিমতই হোক না কেন, অভিমতটি বিশ্লেষণ করে বলা যায়, তিনি মাগধী এবং পালি ভাষা অভিন্ন মনে করেছেন। । পালাশের ভাষাকে হয়তো পালি বলা যেতে পারে। কিন্তু মাগধী নামে মগধের নিজস্ব ভাষা ছিল। পালি ও মাগধী দুটি ভিন্ন ভাষা। পালি পালাশ বা মগধের ভাষা নয়। নিম্নোক্ত উদাহরণ থেকেও তা প্রতীয়মান হয় :

সংস্কৃত	পালি	মাগধী
শশ	সস	সো
অশ্ব	অস্‌স	সংগ
ব্যাঘ্র	ব্যাক্‌গো	ধী।

শুধু তা নয়, ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও পালি ও মাগধী দুটি ভিন্ন ভাষা। ফলে উপর্যুক্ত অভিমত গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না।

এছাড়া আরও একটি অভিমত পাওয়া যায়।[২২] তবে অভিমতটি কার জানা যায় না। এ অভিমত মতে, পল্লী অঞ্চলের ভাষা ছিল বলে ভাষাটিকে পালি ভাষা বলা হয় (৩ নং অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে)। পল্লি বলতে ক্ষুদ্র গ্রামকে বোঝায়, কিন্তু পালি একটি সাহিত্যের ভাষা এবং ব্যাপক জনগোষ্ঠী একসময় এ ভাষায় কথা বলতেন। এ অভিমতও তাই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না।

উপর্যুক্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, খ্রিস্টীয় চৌদ্দশ শতক পর্যন্ত ত্রিপিটক সাহিত্য নির্দেশের জন্য 'পালি' শব্দের প্রয়োগ দেখা গেলেও তখনো পর্যন্ত 'পালি' শব্দ দ্বারা থেরবাদী বৌদ্ধ সাহিত্যের ভাষাটি নির্দেশ করা হয়নি। খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষদিকে ইউরোপীয় পণ্ডিত কর্তৃক রচিত গ্রন্থে প্রথম থেরবাদী বৌদ্ধ সাহিত্যের ভাষাকে 'পালি ভাষা' নামে উল্লেখ করা হয়। সম্ভবত, চৌদ্দশ শতকের পর এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগের মধ্যবর্তী সময়ে ভাষাটি শ্রীলংকা, বার্মা এবং থাইল্যাণ্ডে 'পালি ভাষা' নামে অভিহিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক তা প্রচার ও প্রসার লাভ করে। মেত্তানন্দ ভিক্ষুর [২৩] মতে, খ্রিস্টীয় পনেরশ শতক থেকে সতেরশ শতকের মধ্যে ভাষাটি 'পালি' নামে পরিচিতি লাভ করে। তাঁর যুক্তি পনেরশ শতকের এক সিংহলি লেখক গিরিসন্দেস কর্তৃক চারটি ভাষার উল্লেখ দেখা যায় – সকু বা সংস্কৃত, ময়তা বা মাগধী বা পালি, এলু বা সিংহলী এবং দমিল বা তামিল। গিরিসন্দেস 'ময়তা' শব্দ দ্বারা মাগধী ভাষা বা পালি ভাষা নির্দেশ করেছেন। কিন্তু মাগধী এবং পালি দুটি ভিন্ন ভাষা। মগধ বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের স্থান এবং বৌদ্ধধর্মের প্রাণকেন্দ্র হওয়ায় সিংহলি লেখক পালি এবং মাগধী ভাষাকে অভিন্ন এবং বুদ্ধের ব্যবহৃত ভাষা বলে মনে করেছেন। কিন্তু এ বিবেচনা সঠিক নয়। কিভাবে বা কেন থেরবাদী বৌদ্ধ সাহিত্যের ভাষাটি 'পালি ভাষা' নামে অভিহিত হলো তার কোন সদুত্তর এখনো পাওয়া যায়নি। ইতঃপূর্বে 'পালি' শব্দটি ত্রিপিটক নির্দেশের জন্য প্রয়োগ হতে দেখা যায় (বা ত্রিপিটকের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়) এবং ত্রিপিটকের ভাষাটির কোন নাম না পাওয়া যাওয়ায় (বা না জানাতে) ভাষাটি 'ত্রিপিটকের ভাষা' বা 'পালির ভাষা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় বলে মনে হয়। ক্রমে 'পালির' 'র' বিচ্যুত হয়ে 'পালি'-তে রূপান্তরিত হয় এবং ভাষাটি 'পালি-ভাষা' নামে পরিচিতি লাভ করে এবং কালক্রমে সংক্ষিপ্তভাবে 'পালি' নামে পরিচিতি লাভ করে। বর্তমানে 'পালি' শব্দ দ্বারা থেরবাদী বৌদ্ধসাহিত্য এবং এর ভাষা উভয়ই নির্দেশ করা হয়।

'পালি' শব্দের ব্যুৎপত্তি সমীক্ষা

'পালি' শব্দের বুৎপত্তি ও অর্থ সম্পর্কে নানা মত পাওয়া যায়। বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 'পালি' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ নির্ণয় করেছেন। নিম্নে 'পালি' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ সম্পর্কে পালি সাহিত্যে প্রাপ্ত তথ্য এবং বিভিন্ন পণ্ডিতের তথ্য ও তত্ত্ব উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হলো :

ইতোপূর্বে বর্ণিত দ্বাদশ শতকে রচিত *'অভিধানপ্প-দীপিকা'* গ্রন্থে দেখা যায়, √পা ধাতুর সঙ্গে 'লি' যুক্ত হয়ে 'পালি' শব্দটির উৎপত্তি হয়। কিন্তু অভিধানপ্প-দীপিকা গ্রন্থে √পা ধাতুর ব্যাখ্যা থাকলেও 'লি'-এর কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

এ গ্রন্থের পর উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এ বিষয়ে তেমন একটা গবেষণা পাওয়া যায় না। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় পালি ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় এবং তন্মধ্যে অন্যতম হলেন এম. ওয়াল্লেসের (M. Walleser)। তিনি পালি সাহিত্য অপেক্ষা পালি ভাষা নিয়েই অধিক গবেষণা করেছেন এবং ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে 'পালি' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, "পাটলীপুত্র ছিল মগধের রাজধানী। পাটলীপুত্রকে গ্রীক ভাষায় পালিবোথ্র বলা হয়। পালি ছিল মগধের ভাষা। ফলে 'পাটলী' শব্দ থেকে 'পালি' শব্দের উদ্ভব হয়ে থাকবে।" [২৪] তাঁর যুক্তির ভিত্তি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি পালি এবং মাগধী ভাষাকে অভিন্ন বলে মনে করেছেন। তাঁর এরূপ মনে করার কারণ হচ্ছে, পাটলীপুত্র বা মগধ ছিল বুদ্ধের অন্যতম বিচরণক্ষেত্র। মগধেই বুদ্ধত্ব লাভ এবং মগধকে কেন্দ্র করেই বুদ্ধ প্রথম ধর্ম প্রচার করেছিলেন। ফলে বুদ্ধ উক্ত অঞ্চলের ভাষায় প্রথম ধর্ম প্রচার করেছিলেন। উপর্যুক্ত কারণে এম. ওয়াল্লেসের পালি এবং মাগধী ভাষাকে অভিন্ন মনে করেছেন। তাঁর যুক্তিতে সিংহলি এবং বর্মি ঐতিহ্যের প্রভাব রয়েছে। কারণ *চূল্লবংস* এবং *সাসনবংসে* পালি ভাষাকে মাগধী ভাষা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে ওয়াল্লেসের অভিমত পণ্ডিতদের নিকট তেমন একটা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেনি। জে. নোবেল (J. Nobel) এবং টি. মিসেলসন (T. Michelson) ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তি প্রদর্শন করে এম. ওয়াল্লেসের অভিমত প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁদের যুক্তি, "মধ্য ভারতীয় আর্য-ভাষায় স্বরমধ্যস্থ (intervocalic) 'ট' এর ব্যবহার রয়েছে। ফলে পাটলী শব্দের 'ট' বিলুপ্ত হয়ে 'পালি'-তে পরিণত হওয়াটা ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে মেনে নেওয়া যায় না।" [২৫] তৎসত্ত্বেও এম. ওয়াল্লেসর তাঁর অভিমতে ছিলেন অটল। তিনি তাঁর পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন, অট্ঠকথা এবং টীকা সাহিত্যে ভাষা হিসেবে 'পালি'র উল্লেখ আছে। এম. ওয়াল্লেসের অভিমত সম্পর্কে এ. জে. থমাস (A. J. Thomas) বলেন, " অট্ঠকথা এবং টীকা সাহিত্যে 'পালি' শব্দ দ্বারা যে ভাষা নির্দেশ করা হয়েছে তা ওয়াল্লেসের কোন উদাহরণ দ্বারা প্রমাণ করেননি। তাছাড়া তিনি এ সত্য বারবার উপেক্ষা করেছেন যে, থেরবাদী মূলগ্রন্থ বা ত্রিপিটকের অট্ঠকথা ও টীকাসমূহে একমাত্র মাগধী ভাষার উল্লেখ আছে, পালির নেই।"[২৬] এ যুক্তিতে এ. জে. থমাস এম. ওয়াল্লেসের তথ্য ভুল বলে অভিহিত করে প্রত্যাখ্যান করেন।

এম. ওয়াল্লেসের পর ভি. পিসনি (V. Pisani) 'পালি' শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে অপর একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে, "'পালি ভাষা' সম্ভবত প্রাচীন পূর্বদেশীয় ভাষা 'পারি-ভাষা'র উন্নত

সংস্করণ, যে ভাষায় ধর্মের বাণী ও বিধি-বিধানসমূহ লিখিত হয়েছিল।"[২৭] কিন্তু মেত্তানন্দ ভিক্ষু (Mettananda Bhikkhu)[২৮] ভি. পিসনি-র অভিমত শব্দতাত্ত্বিক বিধান অনুসারে গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করেন। যুক্তিস্বরূপ তিনি বলেন, পালি ভাষাটি দেড় হাজার বছরের পুরানো বলে পূর্বদেশীয় আকার হিসেবে তা বিবেচিত হতে পারে না। সুকুমার সেন [২৯] ভি. পিসনি-র অভিমত সমর্থন করে কিভাবে 'পালি' শব্দটি ধ্বনিগত রূপলাভ করেছে সে সম্পর্কে একটি তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর মতে, 'পরিভাষা' থেকে 'পারিভাষা' এবং 'পারিভাষা' থেকে 'পালিভাষা' এসেছে : পরিভাষা → পারিভাষা → পালিভাষা। সুকুমার সেনের মত রামেশ্বর শ' [৩০] অংশত গ্রহণীয় মনে করেন। কারণ 'পালি'-তে 'র' পরিবর্তিত হয়েছিল 'ল' তে। কিন্তু ভি. পিসনি এবং সুকুমার সেনের অভিমত যথার্থ মনে হয় না। কারণ, পালি ভাষায় 'র' এব" 'ল' উভয় বর্ণমালার ব্যবহার রয়েছে। কি কারণে বা কিভাবে 'র' 'ল'-তে পরিবর্তিত হলো এর কোন যুক্তি তাঁরা প্রদর্শন করেননি। সুকুমার সেনও 'পরিভাষা' থেকে কিভাবে 'পারিভাষা' হল তার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করেননি। 'পরিভাষা' বা 'পারিভাষা' শব্দটি এতই সরল যে বা শব্দটিতে সন্ধির এমন কোন জটিল সম্পর্ক নেই যে 'র' 'ল'-তে রূপান্তরিত হওয়ার দরকার রয়েছে। ফলে ধ্বনি তত্ত্বের বিচারে ভি. পিসনি এবং সুকুমার সেনের অভিমত গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না।

এম. ওয়াল্লেসের এবং ভি. পিসনি'র পর ইউরোপীয় সমাজের পালি সাহিত্য বিষয়ক আর এক গবেষক জে. মিনায়েফ (J. Minayeff) অপর একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেন এবং পি. টেডেসকো (P. Tedesco) এ তত্ত্ব সমর্থন এবং যুক্তি তর্কে প্রমাণের চেষ্টা করেন। জে. মিনায়েফের [৩১] মতে, 'পাঠ' শব্দ থেকে 'পালি' শব্দের উৎপত্তি। তাঁর এরূপ ধারণার মূলে অট্ঠকথা সাহিত্যের তথ্য প্রভাবক হিসেবে হিসেবে কাজ করেছে বলে মনে হয়। কারণ, অট্ঠকথা সাহিত্যে 'পালি' এবং 'পাঠ' শব্দদ্বয় অভিন্ন অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। এ সম্পর্কে *সমন্তপাসাদিকা* এবং সুমঙ্গলবিলাসিনী গ্রন্থে নিম্নরূপ তথ্য [৩২] পাওয়া যায় :

> "সেতকানি অট্ঠীনি এথা'তি সেতট্ঠীকা --- সেতট্ঠিকা'তি পি পাঠো (সমন্তপাসাদিকা বেরঞ্জকণ্ডবণ্ণনা)"
> অর্থাৎ মূল-পাঠ বা ত্রিপিটকে বর্ণিত 'সেতট্ঠীকা' (শ্বেতস্থি) – শ্বেতস্থি বলতে এখানে শ্বেত/সাদা অস্থি বা হাড়কে বোঝায়।

এখানে ত্রিপিটকে বর্ণিত 'সেতট্ঠীকা' (শ্বেতস্থি) শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

> "মহচ্চরাজানুভাবেনা'তি মহতা রাজানুভাবন। মহচ্চা ইতিপি পালি মহতিয়াতি অথো (সামঞ্ঞফল সুত্তবণ্ণনা – সুমঙ্গলবিলাসিনী ।"

অর্থাৎ রাজার মহানুভবতাকে মহৎ রাজানুভব বলা হয়। পালি 'মহচ্চ' শব্দের অর্থ মহৎ। এখানেও মূলপাঠ তথা ত্রিপিটকে বর্ণিত 'মহচ্চ' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এ তথ্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, অট্ঠকথা সাহিত্যে 'পালি' এবং 'পাঠ' শব্দদ্বয় ত্রিপিটক বা মূলশাস্ত্র বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, ত্রিপিটকের জটিল এবং দুর্বোধ্য বিষয়বস্তুর অর্থ ও ব্যাখ্যা হিসেবে

অট্ঠকথাসমূহ রচিত হয়েছিল। সে কারণে অট্ঠকথায় উল্লিখিত 'পালি' এবং 'পাঠ' শব্দদ্বয় যে ত্রিপিটকই নির্দেশ করে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পি. টেডেসকো জে. মিনায়েফ-এর অভিমত গ্রহণ করে বলেন, 'পালি' এবং 'পাঠ' শব্দ দ্বারা যেহেতু মূল ধর্মশাস্ত্র বা মূলপাঠ বোঝায় সেহেতু 'পাঠ' শব্দ থেকে 'পালি' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। তাঁর মতে 'পাঠ' শব্দটি এভাবে বিবর্তিত হয়ে 'পালি'-তে রূপান্তরিত হয় : পাঠ → পালি। [৩৩] পি. টেডেসকো-র অভিমত *সমন্তপাসাদিকার* এবং *সুমঙ্গলবিলাসিনী* গ্রন্থের উপর্যুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিবেচনা প্রসূত বলে ধারণা করা যায়। পালি ভাষায় 'ট', 'ঠ' এবং 'ড়' এর পরিবর্তে 'ল' ব্যবহৃত হয়। যেমন, সংস্কৃত আটবিক (বনে বসবাসকারী) পালি ভাষায় আলবিক, সংস্কৃত ক্রীড়া পালি ভাষায় কীলা। এইচ. লুর্ডাসও (H. Luders) 'ঠ' 'ল'-তে রূপান্তরিত হওয়া সমর্থন করেন।[৩৪] ফলে 'ঠ' 'ল'-তে রূপান্তরিত হলে জে. মিনায়েফ এবং পি. টেডেসকো-র তত্ত্ব মতে, 'পাঠ' থেকে 'পাল' শব্দের উৎপত্তি মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু 'ঠ' 'ল'-তে পরিণত হওয়ার পর পুনরায় বিবর্তিত হয়ে 'লি' - তে পরিণত হওয়াটা মেনে নেওয়া যায় না। কারণ শব্দের মধ্যস্থ বর্ণ সন্ধিজনিত কারণে বিবর্তিত হলেও অ-কারন্ত শব্দের শেষ বর্ণ ভিন্ন একটি বর্ণে রূপান্তরিত হয়ে পুণরায় ই-কারান্তে পরিণত হওয়াটা পালি ভাষার বিধি-বিধানে সাধারণত দেখা যায় না। তাছাড়া জে. মিনায়েফ এবং পি. টেডেসকো 'ল'-এর সাথে 'ি' -কার কিভাবে যুক্ত হল অর্থাৎ, 'ঠ' কিভাবে 'লি'-তে পরিণত হলো তার সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেননি। পালি ভাষার বিধান মতে, 'ঠ' 'ল'-তে রূপান্তরিত হওয়াটা মেনে নেওয়া গেলেও 'ঠ' 'লি'-তে রূপান্তরিত হওয়াটা মেনে নেওয়া যায় না। তবে, মিনায়েফ এবং পি. টেডেসকো-র তত্ত্বের অর্থগত ব্যাখ্যাটি গ্রহণ যোগ্য। কারণ, 'পাঠ' শব্দ দ্বারা ত্রিপিটক বা বুদ্ধবচন নির্দেশ করে। অতীন্দ্র মজুমদার জে. মিনায়েফ এবং পি. টেডেসকো-র তত্ত্ব সমর্থন করেন। তিনি 'পালন' কিংবা 'পাঠ' শব্দ দুটির যেকোন একটি থেকে 'পালি' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করেন। তাঁর যুক্তি, "বুদ্ধের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ ও মতবাদের শক্তিশালী বাহন হিসেবে পালির ব্যবহার ভারতের সর্বত্র ব্যাপকভাবেই করা হয়েছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে পরবর্তী এক হাজার বছর ভারতে এর প্রচলন ছিল। এখনও বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্মচর্চার প্রধান বাহন হিসেবে ভারতে এবং সিংহলে এর পুঁথিগত ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করলে বোধ হয় এই রকম সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত হবে, 'পালন' কিংবা 'পাঠ' এই শব্দদুটির যে কোন একটি থেকে 'পালি' কথাটির উৎপত্তি হয়েছে।" [৩৫] কিন্তু জে. মিনায়েফ এবং পি. টেডেসকো-র মতো অতীন্দ্র মজুমদারও 'ই' - প্রত্যয়ের বা সর্বশেষ ি' - কারের কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেননি। এ কালের গবেষক কানাইলাল হাজরা জে. মিনায়েফ এবং পি. টেডেসকো-র তত্ত্ব সমর্থন করে তত্ত্বটি নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, 'পাঠ' শব্দ থেকেই যে 'পালি' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর সূত্র : পাঠ → পাল → পালি । তিনি 'ই' প্রত্যয়ের ব্যাখ্যাস্বরূপ বলেন, অ-কারন্ত শব্দের শেষ স্বরধ্বনি অর্থাৎ 'অ' 'ই-তে পরিণত হতে দেখা যায়। যেমন, অঙ্গুল → অঙ্গুলি বা অঙ্গুলী।[৩৬] পালি ভাষায় 'অঙ্গুল' কে 'অঙ্গুলী' বলা হয়। হাজরার উদাহরণে নতুনত্ব আছে এবং ধ্বনি বিবর্তনের বিচারে অনেকটা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তিনি যে উদাহরণ (অঙ্গুল/অঙ্গুলি/অঙ্গুলী) দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, 'ল' কেবল

সরাসরি 'লি' বা 'লী'-তে রূপান্তরিত হয়েছে । এক্ষেত্রে দুটি অভিন্ন বর্ণ বিবর্তিত হয়েছে এবং বিবর্তিত বর্ণের পূর্ববর্তী বর্ণসমূহ অপরিবর্তিত রয়েছে। কিন্তু 'পাঠ' থেকে 'পালি'-তে 'ঠ'এবং 'ল' দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধ্বনি। 'ঠ' প্রথমে 'ল'-তে, তৎপর 'লি'-তে পরিণত হয়েছে। তিনি 'ঠ' 'ল'-তে বিবর্তিত হওয়ার কারণ প্রদর্শন করলেও 'ল' কেন পুনরায় 'লি'-তে বিবর্তিত হলো তা ব্যাখ্যা করেননি। তাছাড়া, পাঠ → পাল → পালি তত্ত্বে 'পাল' কি 'পালি' শব্দের ধাতু নাকি 'পাঠ' শব্দের বিবর্তিত রূপ সে বিষয়েও কোন সিদ্ধান্ত নেই। 'পাঠ' থেকে 'পাল' বর্ণগত ব্যুৎপত্তি, ধাতুগত নয়। 'পালি' শব্দটি কোন ধাতু থেকে নিষ্পন্ন তাও তিনি উপস্থাপন করেননি। ইতঃপূর্বে অট্ঠকথা সাহিত্যের বাক্যাংশসহ 'পালি' এবং 'পাঠ' শব্দদ্বয়ের যে উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে তাতে দেখা যায় শব্দদ্বয় অভিন্ন অর্থে অর্থাৎ মূলবিষয় বা ত্রিপিটকে বর্ণিত বিষয় বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং একই সময়ে একই অর্থে শব্দদ্বয়ের ব্যবহার দৃষ্ট হয় বিধায় 'পাঠ' থেকে 'পালি' শব্দের উৎপত্তি মেনে নিতে কষ্ট হয়।

ধর্মানন্দ কোসাম্বী (Dhammananda Kosambi) উপর্যুক্ত তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আর একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। কোসাম্বীর [৩৭] মতে, "√পাল্ ধাতু থেকে 'পালি' শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ পালন, রক্ষা বা সংরক্ষণ করা। অর্থাৎ যে গ্রন্থে বুদ্ধের বাণীসমূহ রক্ষা বা সংরক্ষণ করা হয়েছে । এখানে 'পালি' বলতে ত্রিপিটককে বোঝানো হয়েছে।" বুদ্ধের বাণীসমূহ এ ভাষায় ধারণ ও পালন করে চলেছে বিধায় পালি বলা হয়। কোসাম্বীর ধাতু নির্ণয় যুক্তিযুক্ত মনে হতে পারে, কিন্তু প্রত্যয়ের কোন ব্যাখ্যা বা সদুত্তর নেই। নগেন্দ্রনাথ বসুর [৩৮] মতে, পালাতে ইতি পাল-পালনে ইণ্। তাঁর তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, √পাল্ ধাতুর সঙ্গে ইণ্ প্রত্যয় যোগে 'পালন' শব্দটি উৎপত্তি হয় এবং 'পালন' থেকে 'পালি' হয়। তাঁর তত্ত্ব ছকে প্রদর্শন করলে দাঁড়ায় √পাল্ +ইণ্ → পালন → পালি। তিনি 'পাল' শব্দের অর্থ করেছেন 'পালন করা'। নগেন্দ্রনাথ বসুর 'পালন' শব্দের ব্যুৎপত্তি যুক্তিযুক্ত, কিন্তু তিনি 'পালি' শব্দের ধাতুগত ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করেননি। তাছাড়া, তিনি কেন বা কিভাবে 'পালন' শব্দের শেষ ধ্বনি 'ন' বিচ্যুত হলো এবং মধ্যবর্তী 'ল' লি'-তে পরিণত হলো তাঁর কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেননি। তাছাড়া তিনি 'পালন' শব্দের প্রত্যয় নির্দেশ করলেও 'পাল' শব্দের প্রত্যয় নির্দেশ করেননি।

দীনেশচন্দ্র সেন এবং বিধুশেখর ভট্টচার্য উপর্যুক্ত তত্ত্বসমূহ থেকে ভিন্ন অপর একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, 'পঙ্‌তি' কথাটি আমরা যে অর্থে ব্যবহার করি (অর্থাৎ শ্লোকের চরণ), সেই অর্থ পালি কথাটিতেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। তাঁর যুক্তি, পূর্ববঙ্গের এক শ্রেণীর লোক গদ্য-কাহিনীর শ্লোক-অংশকে 'পালি' বলে থাকে।[৩৯] কিন্তু 'পঙতি' কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে 'পালি' হলো সে-সম্পর্কে তিনি কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেননি। দীনেশচন্দ্র সেনের অভিমত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি 'এক শ্রেণীর লোক' বলতে পূর্ববঙ্গের বৌদ্ধদেরই বুঝিয়েছেন। কারণ তাঁরা তাঁদের ধর্মীয় গ্রন্থের শ্লোকসমূহ 'পালি শ্লোক' হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন। বিধুশেখর ভট্টচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের মতো 'পঙ্‌তি' থেকে 'পালি' শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে বলে মনে করেন। তবে তাঁর যুক্তি দীনেশচন্দ্র সেন থেকে ভিন্ন। তাঁর মতে, সংস্কৃত 'পঙ্‌তি' শব্দ থেকে 'পালি' শব্দের উৎপত্তি হতে পারে। তাঁর যুক্তি, প্রাকৃতে 'পত্তন' হতে 'পট্টন' হয়, তদ্রূপ 'পঙ্‌তি' হতে 'পালি' হওয়া

স্বাভাবিক।[৪০] কিন্তু তিনি কিভাবে 'পঙ্‌তি' 'পালি'-তে পরিবর্তিত হলো তার কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেননি। 'পঙ্‌তি'-কে পালি ভাষায় 'পন্তি' বলা হয়। *অভিধানপ্প-দীপিকা* গ্রন্থ মতে, 'পন্তি', তন্তি, পালি, বুদ্ধবচন বা পবিত্র শাস্ত্র (ত্রিপিটক বোঝায়) অভিন্ন অর্থবোধক। ফলে বিধুশেখর ভট্টচার্যের অভিমত *অভিধানপ্প-দীপিকা* গ্রন্থের ভিত্তিতে বিবেচনাপ্রসূত বলে মনে করা যেতে পারে। বিধুশেখর ভট্টচার্যের তত্ত্বের সমর্থন পাওয়া যায় পরেশচন্দ্র মজুমদারের অভিমতে। তাঁর মতে, " 'পালি' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো 'শাস্ত্রপংক্তি, পবিত্র শাস্ত্র, মূলশাস্ত্র। প্রথম যুগে 'পালি' বলতে বৌদ্ধ শাস্ত্রের 'পংক্তি' বা মূল শাস্ত্র ত্রিপিটককে (বিনয়-, সুত্ত-, অভিধম্ম পিটক) বোঝান হতো; পরে ক্রমে ক্রমে ত্রিপিটকের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত যে কোন গ্রন্থই 'পালি' নামে অভিহিত হতো।"[৪১] অতীন্দ্র মজুমদার [৪২] এবং রবীন্দ্রবিজয় বড়ুয়া [৪৩] বিধুশেখর ভট্টচার্যের তত্ত্বটি ভাষাতাত্ত্বিক বিধান অনুসারে গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করেন। তবে রবীন্দ্রবিজয় বড়ুয়া বিবর্তনের ধারাটি নিম্নরূপ হতে পারে বলে মনে করেন :

পঙতি → পত্তি → পট্টি → পাটি → পাড়ি → পালি
অথবা, পঙতি → পত্তি → পট্টি → পড্ডি → পলি → পালি।

রামেশ্বর শ' [৪৪] বিধুশেখর ভট্টচার্য এবং পরেশচন্দ্র মজুমদারের তত্ত্বটির অর্থগত তাৎপর্য গ্রহণীয় হতে পারে বলে মনে করলেও 'পঙ্‌তি' থেকে 'পালি' শব্দের ধ্বনিগত রূপলাভ বিষয়ে বিধুশেখর ভট্টচার্যের অভিমত বা তত্ত্ব নিঃসন্দেহে দূরকল্পনা মনে করেন।

সংস্কৃত 'পঙ্‌তি' শব্দ দ্বারা পদের শেষ চরণ বোঝায়। যেমন – 'তথাচ সূত্র পঙতি।' [৪৫] অনুরূপভাবে, ত্রিপিটক বা মূলশাস্ত্র বোঝানোর জন্য 'পঙ্‌তি' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, 'পালিয়ঞ্চ পঙ্‌তিসু' (ত্রিপিটকের পঙ্‌তি)। [৪৬] ফলে পালি, পঙ্‌তি বা পন্তি, সূত্র প্রভৃতি শব্দ মূলত বুদ্ধচন বা মূল ধর্মশাস্ত্র বা ত্রিপিটক বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। কিন্তু 'পঙ্‌তি' শব্দটি অনেকগুলো বিবর্তনের মধ্য দিয়ে 'পালি'-তে রূপান্তরিত হওয়াটা ধ্বনিতত্ত্ব বা ভাষাতাত্ত্বিক বিধান অনুসারে মেনে নেওয়া যায় না। তাছাড়া পালি ব্যাকরণে 'ঙ' বা 'ং' বা 'তি' বা 'ন্তি' পরিবর্তিত হয়ে 'লি'-তে রূপান্তরিত হওয়ার কোন বিধান নেই। ফলে বিধুশেখর ভট্টচার্য প্রদত্ত 'পঙ্‌তি' থেকে 'পালি' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অভিমত গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না।

উল্লিখিত অভিমসমূহের পর, ডি. পি. গুণে (D. P. Gune) [৪৭] আর একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। তিনি 'পালি' ভাষাকে প্রাকৃত বা সাধারণ জনগণের ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করে 'পালি' শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন এভাবে : প্রাকৃত → প্রকত → পাঅদ → পাঅল → পাল → পালি । কিন্তু এ ব্যুৎপত্তি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। কারণ, প্রাকৃতে এরূপ বিবর্তন থাকলেও পালি ভাষায় 'কত' 'অদ'-তে, 'অদ' 'অল' এবং 'অল' 'ল'-তে রূপান্তরিত হওয়ার নজির নেই। ফলে, এতগুলো শব্দের বারবার জটিল বিবর্তন যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না।

অতীন্দ্র মজুমদার, রামেশ্বর শ', রবীন্দ্রবিজয় বড়ুয়া এবং কানাইলাল হাজরা প্রমুখ গবেষকগণ অপর একটি তত্ত্বের উল্লেখ করেন।[৪৮] কিন্তু তাঁরা তত্ত্বের উৎস উল্লেখ করেননি, কেবল কোন কোন গবেষক

অভিমত পোষণ করেছেন - এরূপ উল্লেখ করেছেন। এ তত্ত্ব মতে, 'পল্লী' শব্দ থেকে 'পালি' শব্দের উৎপত্তি। এ অভিমতের ভিত্তি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অভিমত পোষণকারীরা পালি ভাষাকে পল্লি/পল্লী অঞ্চলের বা পাড়াগাঁয়ের ভাষা বলে মনে করেছেন। পালি ভাষায় বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণ লক্ষ করে তাঁরা এটি অমার্জিত এবং পাড়াগাঁয়ের ভাষা বলে ধারণা করেছেন। এ তত্ত্বের সূত্র মতে, পল্লী → পালী → পালি হয়েছে। এখানে 'পালি'কে 'পল্লী' শব্দের অপভ্রংশ বলে মনে করা হয়। রামেশ্বর শ'-এই তত্ত্বের ব্যাখ্যাস্বরূপ বলেন, " 'পল্লী' শব্দের যুগ্মব্যঞ্জন 'ল' -এর একটি 'ল' লোপ পেয়েছে এবং ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবনের (Compensatory Lengthening) নিয়মে পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হওয়ার ফলে 'প' হয়েছে 'পা'। এভাবে 'পল্লী' থেকে 'পালী' এবং তা থেকে 'পালি' শব্দের উৎপত্তি। এই ব্যুৎপত্তি খুবই সহজ এবং স্বাভাবিক। অর্থগত সঙ্গতিও আছে মনে হয়। কারণ প্রাচীন ভারতে বৃহত্তর জনজীবন ছিল মূলত পল্লীবাসী এবং এই বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধবাণী প্রচারের জন্যই পালি ভাষার মাধ্যমটি গৃহীত হয়েছিল।" [৪৯] কিন্তু অতীন্দ্র মজুমদার এ অভিমতের বিরোধীতা করেন। তাঁর মতে, "পল্লীবাসীর ভাষা তাই এর নাম পালি বললে পালি সাহিত্য ও ভাষার প্রতি কটাক্ষ করা হয়। পালি সাহিত্য ত অপাংক্তেয় নয়, সেই ভাষাও কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই পল্লী থেকে পালি এসেছে, এই কথাটি বলে বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী এবং পালিভাষার প্রতি অশ্রদ্ধাশীল কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় পালি ভাষা ও সাহিত্যকে জনসমাজে হেয় করার উদ্দেশ্যই চরিতার্থ করতে চেয়েছেন।"[৫০] রবীন্দ্রবিজয় বড়ুয়াও অনুরূপ মত প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, " পালি ভাষাকে পল্লী বা পাড়াগাঁয়ের ভাষা মনে করার কোন যুক্তিসংগত কারণ আছে বলে মনে হয় না। কারণ, কেবল মাগধী প্রাকৃতে 'র' পরিবর্তিত হয়ে 'ল' তে পরিণত হয়, পালিতে ইহা খুবই বিরল। উক্ত মত সম্ভবত বৌদ্ধ ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বৌদ্ধ বিদ্বেষী পণ্ডিতের চক্রান্ত।"[৫১] কানাইলাল হাজরাও এ অভিমতের বিরোধীতা করেন। তাঁর মতে, 'পল্লী' থেকে 'পালি' শব্দের ব্যুৎপত্তিতে অনেক গুলো ত্রুটি লক্ষ করা যায়। যেমন, একটি 'ল' বাদ দিয়ে 'প' 'পা' -তে পরিণত হওয়া এবং 'ী ' কার ' ি'-কারে পরিণত হওয়া প্রভৃতি। তাছাড়া, পালি অমার্জিত ভাষা নয়, এটি সাহিত্যের ভাষা।"[৫২] রামেশ্বর শ'-এর অভিমতের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কিত অংশটি মেনে নেওয়া গেলেও অর্থ সম্পর্কিত অংশটি মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, পালি ভাষা কেবল গ্রাম্য ভাষা নয়। এটি মার্জিত, কথ্য এবং সাহিত্যের ভাষা। এটি কোন একটি ক্ষুদ্র পল্লির ভাষা নয়। কারণ এ ভাষায় রচিত হয়েছে বিশাল সাহিত্যভাণ্ডার এবং এ ভাষা বর্হিভারত যেমন – শ্রীলংকা, বার্মা. থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও প্রচার প্রসার লাভ করেছিল এবং এ দেশসমূহে এ ভাষার চর্চা এখনো বিদ্যমান।

উপরের তথ্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, 'পালি' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে বহু গবেষক বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছেন এবং এখনো এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। তৎসত্ত্বেও এ পর্যন্ত কেউ সর্বজনগ্রাহ্য কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। পালি সাহিত্যে যে তথ্য পাওয়া যায়, তাতে 'পালি' শব্দটি বুদ্ধবচন বা মূল ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক নির্দেশ করতেই ব্যবহৃত হয়েছে। ত্রিপিটক বুদ্ধের বচন বা বাণীসমূহ লালন-পালন বা ধারণ করছে বিধায় তা নির্দেশ করতে 'পালি' শব্দটি প্রয়োগ করা হয় বলে ধরে নেওয়া যায়। √পাল্ ধাতুর অর্থ যেহেতু পালন করা বোঝায় সেহেতু √পাল্ ধাতুর সঙ্গে 'ই' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'পালি' শব্দটির

ব্যুৎপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে √পাল্ + ই = পালি – এরূপ ব্যুৎপত্তি যথার্থ বলে মনে হয়।

'পালি' শব্দের অর্থ সমীক্ষা

'পালি' শব্দের ব্যুৎপত্তির মতো বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্নভাবে 'পালি' শব্দের অর্থ নির্ণয়ের যে প্রচেষ্টা করেছেন তা নিম্নে পর্যালোচনা করা হলো :

টি. ডব্লিউ. রীচ ডেবিডস্ (T. W. Rhys Davids) 'পালি' শব্দের এরূপ অর্থ করেছেন : a line (সারি), row (রজ্জু), the text of the Pali Canon or the Orginal Text (মূলশাস্ত্র বা ত্রিপিটক)। [৫৩] আর. সি. চাইল্ডাসও [৫৪] 'পালি' শব্দের প্রায় অভিন্ন অর্থ করেছেন। যেমন : line (সারি), row (রজ্জু), range (শ্রেণী), bank (পঙ্‌ক্তি), a sacred text (পবিত্র ধর্মগ্রন্থ), a passage in the text (গ্রন্থের অনুচ্ছেদ), Series (গ্রন্থরাশি) ইত্যাদি। তিনি আরো বলেন, 'তন্তি' শব্দটিও অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'তন্তি' শব্দের সংস্কৃত অর্থ হচ্ছে তন্ত্র বা সূত্র। তিনি পুনারায় ইণ্ডিয়ান অফিসে সংরক্ষিত একটি ব্যাকরণ গ্রন্থের (তিনি গ্রন্থটির নামোল্লেখ করেননি) উদ্ধৃতি দিয়ে পালি শব্দের নিম্নরূপ অর্থ করেছেন : "সদ্দত্থং পালেতিতি পালি"। অর্থাৎ শব্দের অর্থ বা ভাব রক্ষা করে বলে 'পালি' বলা হয়। চাইল্ডাসের উপর্যুক্ত তথ্য অভিধানপ্প-দীপিকা গ্রন্থে কিছুটা হুবহু এবং কিছুটা একটু ভিন্ন আঙ্গিকে পাওয়া যায়। ফলে তাঁর অভিমত উপর্যুক্ত গ্রন্থের তথ্যের ভিত্তিতে বিবেচনা প্রসূত বলে ধারণা করা যায়। তবে, চাইল্ডাস পালি ত্রিপিটক বা মূল ধর্মগ্রন্থ বোঝাতে 'পালি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বলে ধারণা করেন।

রবীন্দ্রবিজয় বড়ুয়ার মতে, ভি. আপ্তে (V. Apte) পালি শব্দের অর্থ করেছেন তন্ত্র। [৫৫] কিন্তু তিনি ভি. আপ্তের রেফারেন্সটি কোথা থেকে গ্রহণ করেছেন সে সম্পর্কে নীরব। তবে ভি. আপ্তে *অভিধানপ্প-দীপিকা* গ্রন্থের তথ্যের দ্বারা যে প্রভাবিত হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, এ গ্রন্থ মতে, সংস্কৃত ভাষার 'তন্ত্রি' বা 'তন্ত্রী' এবং পালি ভাষার 'তন্তি' প্রভৃতি শব্দ অভিন্ন অর্থবোধক এবং যার অর্থ হলো সূত্র (পালিতে সুত্ত) বা বুদ্ধবচন বা মূল ধর্মশাস্ত্র। প্রাচীন ঋষিদের রচিত সুত্তসমূহ 'সূত্র' নামে পরিচিত। যেমন, সংস্কৃতে ব্রহ্মসূত্র, ন্যায়সূত্র। পালিতে ব্রহ্মজালসুত্ত, নালকসুত্ত ইত্যাদি। অট্‌ঠকথা সাহিত্যে 'তন্তি' শব্দটি সূত্র বা পদ বা চরণ শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার হতে দেখা যায়। যেমন – "তন্তি বসেন মাতিকা ঠপিত্বা, তন্তিবসেন বিভত্তা"[৫৬] অর্থাৎ "সূত্রে বা পদের বা চরণের শেষে মাতিকা বসিয়ে, সূত্র বা পদ বা চরণের শেষে বিভাজন।" *অভিধানপ্প-দীপিকা* গ্রন্থে 'তন্তি' শব্দটির সমার্থক শব্দ হিসেবে 'পালি', পন্তি, 'বুদ্ধবচন' প্রভৃতি শব্দেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ভি. আপ্তে 'তন্ত্র' বা 'পালি' শব্দের দ্বারা মূল ধর্মগ্রন্থ বা ত্রিপিটক বুঝাতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। টি. টেরেন্‌কনার (T. Trenckner) [৫৭] পালি এবং তন্তি প্রভৃতি শব্দগুলো ত্রিপিটক বা মূল ধর্মগ্রন্থ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে করেন। বি. সি. ল্য (B. C. Law) [৫৮] 'পালি' শব্দটি বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র বা ত্রিপিটক নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে করেন। অতীন্দ্র মজুমদারের [৫৯] মতে, দেবদেবীর বন্দনামূলক গীতিসাহিত্যের বাহন বলে

বৈদিক আর্যভাষাকে বলা হয় দেব ভাষা, তেমনি বৌদ্ধতন্ত্র এই পালি ভাষার মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল বলে পালিভাষার আরেক নাম 'তন্তিভাষা।'

উপর্যুক্ত তথ্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, পালি, তন্ত্রি, তন্তি, পঙ্‌ক্তি, পন্তি, বুদ্ধবচন প্রভৃতি শব্দ সমার্থক। ত্রিপিটকে বুদ্ধের মূলবাণী সংরক্ষিত। তাই ত্রিপিটক বুদ্ধবচন হিসেবেও স্বীকৃত। সুতরাং, 'পালি' শব্দটি ত্রিপিটকের অর্থ জ্ঞাপক বা সমার্থক শব্দ বলে ধরে নেওয়া যায়।

উপসংহার

পালি সাহিত্যের উপর্যুক্ত তথ্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, বুদ্ধের সময়কাল (আনুঃ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক) থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতক পর্যন্ত থেরবাদী বৌদ্ধ সাহিত্যের ভাষাটি পালি বা পালি ভাষা নামে পরিচিত ছিল না এবং তখনো পর্যন্ত ভাষাটির কী নাম ছিল তা জানা যায় না। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যে রচিত গ্রন্থসমূহে মূল ধর্মগ্রন্থ বা ত্রিপিটক বোঝাতে 'পালি' শব্দের প্রয়োগ দেখা গেলেও তখনো পর্যন্ত তা দ্বারা কোন ভাষার নাম নির্দেশ করা হয়নি। খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষভাগে ইউরোপীয় পণ্ডিত সিমন ডে ল লউবেরে রচিত গ্রন্থে প্রথম আলোচ্য ভাষাটি 'পালি' বা 'পালি ভাষা' নামে উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি থাইল্যাণ্ডে এ ভাষার কথা জ্ঞাত হন। ঊনবিংশ শতকে যে সকল ইউরোপীয় পণ্ডিত আলোচ্য ভাষাটি পালি ভাষা নামে উল্লেখ করেন তাঁরা শ্রীলংকা থেকে এ নামকরণ জানতে পারেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে রচিত বার্মার ঐতিহাসিক ঐতিহ্য হিসেবে খ্যাত সাসনবংস গ্রন্থেই প্রথম আলোচ্য ভাষাটি 'পালি ভাষা' নামে লিখিতভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়। এ গ্রন্থটি বার্মার প্রাচীন তথ্যের ভিত্তিতে রচিত হওয়ায় তৎপূর্বে পালি ভাষা নামকরণটি বার্মায় প্রচলিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। অতএব, খ্রিস্টীয় পনেরশ শতক থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যে থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা এবং বার্মায় আলোচ্য ভাষাটি পালি ভাষা নামে পরিচিত লাভ করেছিল বলে ধারণা করা যায়। কিন্তু কিভাবে বা কেন আলোচ্য ভাষাটি পালি ভাষা নামে অভিহিত হয়েছিল তাঁর কোন সদুত্তর এখনো পাওয়া যায়নি। যেহেতু ত্রিপিটকে ব্যবহৃত ভাষাটির কোন নাম পাওয়া যায়নি বা নাম জানা ছিল না সেহেতু আলোচ্য ভাষাটিকে 'পালির ভাষা' (ত্রিপিটকের বা পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের ভাষা) বলা হতো বলে মনে হয়। কারণ, 'পালি' শব্দের অর্থ সমীক্ষায়ও দেখা যায়, খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতক পর্যন্ত সময়কালে রচিত পালি গ্রন্থসমূহে 'পালি' শব্দটি ত্রিপিটক বোঝাতে বা ত্রিপিটকের প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ হিসেবে প্রয়োগ হয়। ক্রমে উচ্চারণগত কারণে বা বাক্য সংক্ষেপনের কারণে 'পালির' 'র' বিচ্যুত হয়ে 'পালি-ভাষা' নামে পরিচিতি নাম করেছিল এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মাধ্যমে এ নামকরণটি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। বর্তমানে 'পালি ভাষা'র সংক্ষিপ্ত রূপ 'পালি' দ্বারা থেরবাদী বৌদ্ধ সাহিত্য এবং এর ভাষা উভয়ই নির্দেশ করে। 'পালি' শব্দটির ব্যুৎপত্তি নিয়েও বিভিন্ন গবেষক নানাভাবে প্রচেষ্টা করেছেন এবং এ প্রচেষ্টা এখানো অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত উপর্যুক্ত বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। তবে √পাল্ ধাতু থেকেই 'পালি' শব্দটির উৎপত্তি অধিক সমীচীন বলে বলে মনে হয় (√পাল্ + ই = পালি)। কারণ, মূল ধর্মশাস্ত্র ত্রিপিটক বুদ্ধের ধর্মবাণীসমূহ পালন বা সংরক্ষণ করে আসছে বলে ত্রিপিটকের সমার্থক বা প্রতিশব্দ হিসেবে 'পালি' শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১ এ সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন, "উড়িষ্যা, বেহার, আলাহাবাদ, দিল্লী, পঞ্জাব, গুজরাত, আফগানিস্থান প্রভৃতি প্রদেশে যে সকল খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাতে খৃঃ পূঃ ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দীর পালি অক্ষরের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বক্ত্রিয়ার রাজগণ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় অব্দে বক্ত্রিয়া রাজ্যে ব্যবহৃত মুদ্রার এক পার্শ্বে পালি অক্ষর ও অপর পার্শ্বে গ্রীক অক্ষর সন্নিবেশিত করিতেন। যে সময়ে আলেকসান্দর ভারত আক্রমণ করেন, তাহার বহু পূর্বে করনন্দ নামক নৃপতি মগধে রাজত্ব করিতেন। করনন্দের সময়ের অনেক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, উহার একপার্শ্বে ভারতীয় পালি ও অপর পার্শ্বে সেমিতি-পালি অক্ষর খোদিত আছে। নিনেভীনগরের ইষ্টফলকে যেরূপ ফিনিকীয় অক্ষর খোদিত ছিল, এই সেমিতিক পালি অক্ষর তাহার সদৃশ।" শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু, *বাংলা বিশ্বকোষ*, বি আর পাবলিশিং কর্পোরেশন, দিল্লী ১৯৮৮ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ৩২১; কিন্তু এ সম্পর্কে অন্যান্য গবেষকগণ নীরব।

২ দিলীপ কুমার বড়ুয়া, *গন্ধবংস*, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৫, পৃ. ৫৭-৬০।

৩ (ed.) T. W. Rhys Davids and J. Estin Carpenter, *The Sumangalavilasini, Buddhaghosa's Commentary on Digha Nikaya*, P.T.S. London 1986, vol. 1, pp. 92, 113, 167.

৪ (ed.) Max Walleser, *Manorathapurani, Buddhaghosa's Commentary on the Anguttara-Nikaya*, P.T.S. London, vol. 1, p. 66.

৫ (ed.) A. P. Buddhadatta, *Sammoha-vinodani, Abhidhamma-pitaka Vibhangatthakatha*, P.T.S. London 1923, vol. 1, p. 223.

৬ (ed.) H. C. Norman, *The Commentary on the Dhammapada*, P.T.S. London 1906, vol. 3, p. 418.

৭ cf. Bimala Churn Law, *A History of Pali Literature, Indica*, New Delhi 2000 (3rd ed.), p. 11, fn. 1. এ গ্রন্থে এ সম্পর্কে নিম্নরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় :

"পালি সদ্দো পালিধম্মে-তেড়্লকপালিয়ংপি চ
দিস্সতে পন্তিয়ং চেব-ইতি নেয়্যং বিজানতা।"

অয়ং হি পালিসদ্দো, পালিয়া অত্থং উপপরিক্খন্তি 'তি আদিসু পরিযত্তিধম্মসঙ্খাতে পালিধম্মে দিস্সতি।

৮ (ed.) William Geiger, *Cullavamsa*, P.T.S. London 1980, pp. 250-253 (vv. 215-246).

৯ (ed.) Nedimale Saddhananda, *Saddhamma-Sangaho*, Journal of the Pali Text Society, London 1890-96, vol. 4, p. 53.

১০ *বুদ্ধঘোসুপ্পত্তি* গ্রন্থে অট্ঠকথা সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষাটি মাগধী ভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অট্ঠকথা সাহিত্যের ভাষাটি বর্তমানে পালি ভাষা নামে অভিহিত। *বুদ্ধঘোসুপ্পত্তি* গ্রন্থের রচয়িতা পালি এবং মাগধী ভাষা অভিন্ন মনে করেছেন। (ed.) James Gray, *Buddhaghosuppatti*, P.T.S. London 2001 (rep.), op. 49-50.

১১ Simon de La Loubere, *The Kingdom of Siam*, London 1963 (rep. 1969), p. 9.

১২ B. Clough, *A compendious Pali Grammar with a copious vocabulary in the samo language*, Colombo 1824; cf. K. R. Norman, *A History of Indian Literature*, Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1983, p. 1.

১৩ cf. *A History of Indian Literature*, op. cit., p. 1 (E. Burnouf and CHR. Lassen, *Essai sur lo Pali on langue sacree de la prosquile-au-dela du Gange*, Paris 1836).

১৫ প্রাগুক্ত।

১৫ H. B. Reynolds এ তথ্যটি H. Bechart (ed.), *Buddhism in Ceylon and Studies on Religious Syncretism in Buddhist Countries*, Gottingen, p. 16 হতে সংগ্রহ করেছেন বলে উল্লেখ করেন (cf. *A History of Indian Literature*, op. cit., p. 1)।

১৬ Robert Ceaser Childers, *A Dictionary of Pali language*, Rinsen Book Company, Tokyo 1987, p. 322.

১৭ (ed.) Mabel Bode, *Sasanavansa*, P.T.S. London 1996, p. 31.

১৮ *Sasanavansa*, op. cit., p. 34.

১৯ A V. B. Liebermann, ``A new look at the Sasanavansa, *Bulletin of the School of Oriental and Africa Studies*, London 1976, vol. 39, pp. 137-149.

২০ *A History of Indian Literature*, op. cit., p.2.

২১ বাংলা বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১।

২২ রামেশ্বর শ, *ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ১৯৯৬ (৩য় সংস্করণ), পৃ. ৫৭২; অতীন্দ্র মজুমদার, *মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা ও সাহিত্য*, নয়া প্রকাশ, কলিকাতা ১৩৮৮ বাং (পঞ্চম সংস্করণ), পৃ. ২;
রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী ১৯৮০, পৃ. ২;
Kanai Lal Hazra, *Pali Language and Literature*, D. K. Print World (P) Ltd., New Delhi 1994, vol. 1, p. 1.

২৩ Mettananda Bhikkhu, `` What Language did the Buddha Speak?", *W.F.B. Review*, vol. xxvii, No. 1, Bankok 1990. p. 3.

২৪ M. Walleser, ``Language and Homeland of the Pali Canon", *Zeitschrift furBuddhismus*, Vol. 7, Munchen 1926, pp. 56ff; cf. *India Historical Quaterly*, Vol. 4, 1928, pp. 773-775.

২৫ J. Nobel, ``On the Critical view of Walleser's Paper", *Orientalistiche Literraturzeitung*, vol. 28, 1925, pp. 94-97; T. Michelson, `` Walleser on the Home of Pali", *Language*, Vol. 4, 1928, pp. 101-105.

২৬ E. J. Thomas, ``Dr. walleser on the Meaning of Pali", *India Historical Quaterly*, Vol. 4, 1928, pp. 773-775.

২৭ V. Pisani, ``On the Origin of Pali and Prakritam as language Designations", *Felicitation Volume Presented to S.K. Belvalkar*, Benares 1957, pp. 185-191.

২৮ ``What Language did the Buddha Speak?", op. cit., p. 4.

২৯ Sukumar Sen, ``Three Lectures on MIA, *Journal of the Oriental Institute of Baroda*, vol. xi, Pt. 3, p. 208.

৩০ *ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭২।

৩১ J. Minayeff, *Pali Garammar*, St. Petersbourg 1869, p. xlii.

৩২ (ed.) J. Takakusu and M. Nagai, *Samantapasadika, Buddhaghosa's Commentary on the Vinaya Pitaka*, P.T.S. London 1924-1977, pp 223; (Veranjakandavannana).

৩৩ P. Tedesco, `` Sanskrit `mala-`wreath', *Journal of the American Oriental Society*, 1974, Vol. 67, pp. 88-106.

৩৪ H. Luders, ` On the history of the `L' in Ancient India, " *Philological Indica*, Gottingen 1940, p. 558.

৩৫ *মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

৩৬ *(cf.) Pali Language and Literature*, op. cit., p. 9.

৩৭ *(cf.) Pali Language and Literature*, op. cit., p. 1.

৩৮ *বাংলা বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩।

৩৯ Dineshchandra Sen, `` Eastern Bengal Ballads", *Indian Historical Quarterly*, vol. 4, 1928, p. 6ff.

৪০ বিধুশেখর ভট্টচার্য, *পালি প্রকাশ* : প্রবেশক, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা (২য় সংস্করণ ১৩৫৮বাং), পৃ. ১-১০।

৪১ পরেশচন্দ্র মজুমদার, *সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০০০ (তৃতীয় সংস্করণ), পৃ. ২৯৯।

৪২ *মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

৪৩ *পালি সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

৪৪ *ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭২।

৪৫ রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, *মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা ও সাহিত্য*, অভয়তিষ্য প্রকাশনী, চট্টগ্রাম ১৯৭০, পৃ. ৫; *অমরকোষ*, পৃ. ৩৩, ১৯৭।

৪৬ *পালি সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২; *অমরকোষ*, পৃ. ৩৩, ১৯৭; ।

৪৭ D. P. Gune, *An Introduction to Comparative Philology*, Poona 1918, p. 195.

৪৮ *ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭২; *মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২; *পালি সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২; Pali Language and Literature, op. cit., p. 1.

৪৯ *ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭২।

৫০ অতীন্দ্র মজুমদার, *ভাষাতত্ত্ব*, জ্ঞানতীর্থ, ঢাকা ১৩৭০ বাংলা, পৃ. ৩৮।

৫১ *পালি সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৩।

৫২ *Pali Language and Literature*, op. cit., p. 1.

৫৩ T. W. Rhys Davids & William Stede, *Pali-English Dictionary*, P.T.S. London 1975, p. 455.

৫৪ Robert Caeser Childers, *A Dictionary of Pali language*, Rinsen Book Company, Kyoto 1987, p. 322.

৫৫ *পালি সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

৫৬ (ed.) N. A. Jayawickrama, *Kathavatthupakarana-Atthakatha*, P.T.S. London 1979, vol. 2, p. 9.

``তথ ধম্মো তি তন্তি অথে (এখানে তন্তি বলতে ধর্ম বুঝায়)", চাউল্ডার্স 'তন্তি' শব্দটি 'পালি' শব্দের প্রতিশব্দ

মনে করেন, যা দ্বারা বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বুঝায়: *A Dictionary of Pali language*, op. cit., p. 496; রীচ ডেবিডস্, 'তন্তি' শব্দ দ্বারা 'পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'বা ধর্ম গ্রন্থের অনুচ্ছেদ বুঝায় বলে অভিমত পোষণ

করেছেন (*Pali –English Dictionary*, p. 296)।

৫৭ *Pali Miscellany*, London 1879, p. 69; cf. `` What Language did the Buddha Speak?", op. cit., p. 3.

৫৮ *A History of Pali Literature*, op. cit., p. 11.

৫৯ *ভাষাতত্ত্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।